2019/c/2020

Ganashakti
14/7/2020

চার ঘণ্টা রাস্তায় পড়ে রইল করোনা আক্রান্তের দেহ

শুভাশিস দেব সরকার ■ হাওড়া

১৩ জুলাই– বাড়ির সামনে গলি। সেখানেই চার ঘন্টার বেশি সময় ধরে পড়ে রইল করোনায় আক্রান্ত মহিলার দেহ। খোলা আকাশের নিচে কোনও সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই করোনা পজিটিভ রোগীর দেহ পড়ে থাকল। চার ঘন্টারও বেশি সময় পর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে টিম এল ৫৬বছরের ওই মহিলার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য!

করোনা আবহে আরও এক চরম অমানবিক ছবি। রাস্তায় পড়ে রয়েছে মৃতদেহ- অসহায় অবস্থা পরিবারের সদস্যদেরও। এমনকি প্রতিবেশীরাও রীতিমতো আতঙ্কে, বাড়ির গেটের সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহ থেকে যদি সংক্রমণ ছড়ায়, ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়।

ঘটনাস্থল বেলুড় থানা এলাকার অগ্রসেন স্ট্রিট। ১৮ নম্বর অগ্রসেন স্ট্রিটের বাসিন্দা ৫৬ বছর বয়সি পার্বতী সাউ। এক কামরার ছোট্ট ঘর। সেখানেই মা পার্বতী সাউয়ের সঙ্গে থাকেন পুত্র ঘনশ্যাম সাউ, পুত্রবধূ। পার্বতী সাউ বেশ কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। আগেও ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। এর মধ্যে শ্বাসকষ্ট আরও বাড়ে। দিন কয়েক আগে শ্বাসকষ্ট বাড়ায় স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখান থেকেই বলা হয় একবার করোনা টেস্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য।

মৃত পার্বতী সাউ'র পুত্র ঘনশ্যাম সাউয়ের কথায়, এরপর গত শুক্রবার সত্যবালা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মাকে। আমরা ভর্তি করার জন্যও বলি। হাসপাতাল লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে, তবে ভর্তি নিতে আপত্তি করে। জানায় বাড়িতেই রাখুন রোগীকে। সেই মোতাবেক পরিবারের সদস্যরা বাড়িতেই নিয়ে আসে।

রবিবার রাত থেকে শ্বাসকষ্ট প্রবল হতে থাকে। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন পার্বতী সাউ। ভয় পেয়ে যান পরিবারের সদস্যরাও। কোনমতে রাত কাটিয়ে এদিন সকালেই একটি টোটো ভাড়া করে ঘনশ্যাম সাউ তাঁর মাকে নিয়ে যান বেলুড় জেনারেল হাসপাতালে। সেখানকে নিয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসকরা জানান, মারা গেছেন রোগী। এদিকে তখন নমুনা পরীক্ষার কোনও রিপোর্টও আসেনি। ফলে পরিবারের সদস্যরা নিথর দেহ নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

বাড়িতে ফেরার কিছু সময় পরেই সকালে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ফোন আসে ঘনশ্যাম সাউ'র কাছে। ফোনে বলা হয়, আপনার মা'র রিপোর্ট এসেছে, তিনি কোভিড পজিটিভ। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ঘনশ্যাম সাউ জানান, মা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন। দেহ বাড়িতেই নিয়ে আসা হয়েছে। এরপরেই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানানো হয়, আপনার কেউ দেহ ধরবেন না, বাড়ির সামনে রাস্তায় রেখে দিন, আমাদের লোকজন যাবে তাঁরাই নিয়ে আসবে। এক কামরার ঘর, দেহ রাখার জায়গাও নেই। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে বাড়ির সামনে গলির মধ্যেই রেখে দেওয়া হয় করোনা পজিটিভ হয়ে মৃত ৫৬ বছরের ওই মহিলার দেহ।

এরপরেই শুরু হয়ে অপেক্ষার পালা। তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহ নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে যায়। দুঘন্টা পেরোয়। সকাল দশটা, কাজের সময়। মানুষজন রাস্তায়। এলাকার বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যান ওই দৃশ্য দেখেন। ক্ষোভও তৈরি হয়। জনবহুল এলাকা, বাড়ির সঙ্গে বাড়ি লাগানো। সেরকম জায়গায় অপরিসর এক গলিতে পড়ে রয়েছে কোভিড আক্রান্তের দেহ। আতঙ্ক ছড়ায়। এদিকে বারেবারে তখন যোগাযোগ করার চেষ্টা চলে প্রশাসন, কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য দপ্তরে। কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসেনি।

ততক্ষণে এলাকাতেও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়। চার ঘন্টা ধরে পড়ে আছে দেহ রাস্তায়- এরাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের নিদারুণ অপদার্থতার ছবি তখন যেন ফুটে উঠছে।

চার ঘন্টারও পরে, বেলা সওয়া বারোটা নাগাদ অবশেষে আসে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম। তাঁরা সেখান থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় কোভিড প্রোটোকল মেনে শেষকৃত্যের জন্য। কিন্তু চার ঘন্টা ধরে কেন দেহ পড়ে থাকল রাস্তার মধ্যেই? এই বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে ফোনে বারেবারে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।